১৪-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সেন্সিবল (দায়িত্বশীল) হয়ে চলতে ফিরতে যেখানেই সুযোগ পাবে সেবা করতে থাকো, বাবার পরিচয় দাও , সার্ভিসের শখ যেন থাকে ।

প্রশ্ন :- বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কি এমন ভাবনা যদি এসে যায় যার ফলে নিজের সব কিছু সফল করতে পারে ?

উত্তর :- এখন এই সব সমাপ্ত হবার মুখে, দুটো কণিকা মাত্র দিলে বাবার দ্বারা মহল প্রাপ্ত হয়ে যায় ....যার বুদ্ধিতে এই ভাবনা ঢুকে যায়, সে নিজের সব কিছু ঈশ্বরীয় কাজে সফল করতে পারবে। গরীবরাই নিজেদের বলিদান দিয়ে দেয়। বাবা তো দাতা -- উনি তোমাদের স্বর্গের ঐশ্বর্য (বাদশাহী) দেন, উনি কিছু নেন না ।

গান :- প্রিয়তম এসে দেখা দাও.....

ওম্ শান্তি । প্রিয়তমা অর্থাৎ ভক্ত(স্ত্রী বাচক) , ব্রাইডস অর্থাৎ সজনিরা । ভক্তপ্রাণা, প্রিয়তমা বা সাজনকে আহবান করে, পুরুষ আর স্ত্রী সবাই মিলে আহবান করে । কত ঢের ঢের আছে । আহ্বান যখন করা হয় এতে এই প্রমাণ হয় যে নিশ্চয়ই প্রিয়তমার কোনো প্রিয়তম আছে । সবাই একজনকেই আহবান করে যে, হে ! পরমপিতা পরমাত্মা আসুন। আমরা আপনকে খুব স্মরণ করি । স্মৃতিসৌধ তো অনেক বানানো হয় । সে সমস্ত মানুষের স্মৃতিতে হয় । এমনও অনেকে আছে যারা লক্ষী নারায়ণ , রাম সীতা ইত্যাদি দেবতাদের স্মরণ করে কেননা মানুষের থেকে দেবতারা উচ্চ হন তাইজন্য মানুষেরা দেবতাদের পূজো করে। নম্বর অনুযায়ী উঁচু নিচু তো আছেই । এটা তো সবাই জানে যে উচ্চ থেকে উচ্চ ভগবানকে বলা হয় । তারপর হলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর, তারপর হলেন ব্রহ্মা আর জগত অম্বা । ওনারা হলেন প্রধান । এগুলো সব বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে উচ্চ হতেও উচ্চ বাবার দ্বারা আমাদের উচ্চ থেকেও উচ্চ বর্সা(অধিকার) প্রাপ্ত হয় । কিন্তু সেই বাবাকে জানে না কেউ । যখন বাবা আসেন তখনই নিজের পরিচয় দেন । বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের ছাড়া আর কারোর সাথে মিলিত হতে পারি না । অনেকেই আসে, আর বলে যে মহাত্মা মহোদয়ের সাথে দেখা করেছি । এখানে তো ওই সব ব্যাপার নেই । এখানে বাবা আর বাচ্চাদের সঙ্গেই সম্পর্ক থাকে কেবল । বাদবাকি আর কারোর কিছু অন্য কাজ থাকলে সেটা আলাদা ব্যাপার । বাবা মুরলীও বাচ্চাদের সামনে বাজান(বলেন) । প্রদর্শনীতে তোমরা এটা প্রমাণ করে বলো যে উনি হলেন সবার পিতা । ওরা তো সব বলেন যে তিনি হলেন নাম রূপের উর্ধ্বে । তোমরা বলো যে ওনার নামও আছে, রূপও আছে, তাহলে দেশও আছে , চিত্রও (শরীর) আছে । ওনাকে আহবান যদি করা

হয় তাহলে যেমন আত্মা আসে তেমনই পরমাত্মাও আসেন । শিব মন্দিরে ষাঁড়কে দেখানো হয় । ওদেরকে নন্দী বলা হয় এতে প্রমাণ হয় যে শিব পরমাত্মা আসেন । তাহলে কেন বলা হয় যে উনি(শিব) আসেতেই পারেন না । মানুষেরা কত বোকা, দেখানো হয়েছে যে ষাঁড়ের ভ্রুকুটিতে শিব, পরমাত্মাও তো ভ্রুকুটির মধ্য স্থানে থাকেন। ভগবানকে যদি আসেন তাহলে নিশ্চয়ই ভ্রুকুটির মধ্যেই আসবেন । এখন তোমরা প্রদর্শনীতে বোঝাতে পারো যে নন্দী কাদের বলা হয় । বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের বোঝাতে চাই । মানুষেরা বলে গড ফাদার, কিন্তু এখানে ফাদারের নাম কি ? কেউ তো বলতে পারবে না । লৌকিক বাবার নাম তো তৎক্ষণাৎ বলে দেবে । শিববাবার নামও তো অনেক রাখা হয়েছে । বাস্তবে তো নাম একটাই হওয়া উচিত । বাবাই এই সব বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই সময়ে মানুষেরা তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছে । অল্ফকে(ঈশ্বর) বুঝতে পারে না । বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া — এই সব হলো ভক্তি মার্গের । ভাবে যে ভক্তি দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত করবে । ভক্তরাও মানুষ । ওদেরও ভগবানকে প্রাপ্ত করা জরুরী কিন্তু কবে প্রাপ্ত হবে..... এটা কেউ জানে না । ভক্তি মার্গের কার সাক্ষাৎকার হয়েছে , ভাবে ব্যস ভগবান প্রাপ্ত হয়ে গেছে। এতে মুক্তি পাওয়া হয়ে যায় কেননা ভগবান যখন প্রাপ্ত হয় তখন উনি মুক্তি প্রদান করেন । উনি তো সবাইকে মুক্তি আর জীবন মুক্তি প্রদান কারী দাতা । পতিতদের পাবন কর্তা, দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা...বাবা তো দাতা । দুই কণিকার পরিবর্তে মহল দিয়ে দেন । সবাইকে স্বর্গের ঐশ্বর্য (বাদশাহী) দিয়ে দেন । বাবা বলেন এখন সব কিছু সমাপ্ত হবার সময় । এই কারণে এই কার্যে নিজকে লিপ্ত করে সার্থক করে নাও । এর ফল তোমরা ভবিষ্যতে পাবে । সাহুকারেরা কখনো বাবাকে প্রাপ্ত করতে পারবে না । স্বার্থ ত্যাগ (sacrifice) করতে পারবে না । গরীব বাচ্চারা স্বার্থ ত্যাগ (sacrifice) করতে পারে । যদি কেউ অনুভূতি সম্পন্ন হয় তাহলে সে পথে যেতে যেতেও সেবা কাজ করতে পারে। পথে যেতে যেতে সর্বপ্রথম কারোর বন্ধু হতে হবে তারপর তার সঙ্গে বসে জ্ঞান শোনাতে পারো । জ্ঞান তো একদমই সহজ । কেবলমাত্র জিজ্ঞেস করো যে পরমপিতা পরমাত্মার নাম কখনো শুনেছো নাকি । কত সুন্দর কথা । পরমপিতা বললে পরে উনি সবার পিতা হয়ে যান । যেমন বিছে নরম জায়গা দেখলে ছোবল মারে । তোমরাও এমন ব্যবস্থা করো, সবাইকে রাজযোগ শেখাও তাহলে সত্যযুগে প্রিন্স প্রিন্সেস হয়ে যাবে । ওখানে তোমরা গৌরবর্ণ বাচ্চাদের সাথে দেখা হবে । তাহলে এটা বোঝাও যে বাবার থেকে বর্সা(অধিকার) নিতে হবে । এতে সমস্ত বুদ্ধির ব্যাপার আছে । আর সাক্ষাৎকার তো কমন কথা । কার সঙ্গে, কেমন করে সাক্ষাৎকার হয়, কার সঙ্গে কেমন করে..... এই সব তো উদ্দেশ্য আর বিষয় বস্তু (aim object) বলার জন্য । বাবা বলেন তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকলে এমন পদ প্রাপ্ত করবে । একসঙ্গে থেকে পদ প্রাপ্ত করা — এতো অনেক উচ্চ গন্তব্যস্থল । কোনো সঙ্গ ছেড়ে গেলে, আর এক সঙ্গ জুটে যাবে..... এতেই অনেক পরিশ্রম হয় । সন্ন্যাসীরা তো সব কিছু ছেড়ে চলে যায় । কিন্তু এখানে তো একসঙ্গে থেকে বুদ্ধিতে এটা ধরে রাখতে হবে যে পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হতে চলেছে । আমাদের ফেরত যেতে হবে তারপর

আবার আমরা স্বর্গে রাজত্ব করবো । এখন তো পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হবেই । এইটা বুদ্ধিতে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে । ৮ ঘন্টা এই স্মরণের সার্ভিসে থাকো । কেউ কেউ বলে এটা কেমন করে সম্ভবপর । ভক্তি মার্গের যে কৃষ্ণের ভক্ত আছে তারাও সব দিক থেকে বুদ্ধি সরিয়ে একমাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করে থাকে নিশ্চয়ই । কেউ আবার রামের ভক্ত , তো ঠিক আছে , রামকে স্মরণ করো । রামের রাজধানী স্মরণ করো, তাহলে যখন নিরন্তর স্মরণে থাকা যায় তখন অন্তিম কালে যা স্মরণ থাকবে সেই রকম গতিই হবে । রামকে স্মরণ করলে রামের রাজধানীতে যাবে, এটাও একরম প্রচেষ্টা । এই রকম প্রচেষ্টা তো কেউ শেখাবার নেই । শ্লোক আছে — অন্তিম কালে যে স্ত্রী স্মরণ ..... যদি কোনো সন্ন্যাসী হয় , গুরু হয়, তারাও যে রকম স্মরণ করবেন সেই রকম গতি অন্তিম কালে হবে । প্রথমে জিজ্ঞেস করো কোথায় যেতে চাইছ ? ফেরত তো যেতে হবে, কিন্তু কোথায়? কেননা ভক্তির দ্বারা সেই শক্তি প্রাপ্ত হয় না যাতে একের মধ্যেই বুদ্ধি রাখতে পারবে । সর্ব শক্তিমান তো একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা, তাই না । উনি পার্ট গেঁথে দিয়েছেন । উচ্চ থেকে উচ্চ বাবা , তাঁকে স্মরণ করতে থাকো তো ওঁনার দেশে যেতে পারবে । সন্ন্যাসীদের তো দেবতা বলা যাবে না । ওনারা তো দ্বাপরে আসেন। ভগবান স্বয়ং এসে বলেন — বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো আর সৃষ্টি চক্রও বুঝিয়ে দেন, যার ফলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে । এই জ্ঞান বাবাই বোঝাচ্ছেন । চিত্রের দ্বারা বোঝাতে পারো । উঁচু থেকে উঁচু হলেন নিরাকার ভগবান, উনি থাকেন মুলবতনে । উনিও উচ্চ থেকে উচ্চ , আমরা দেবতারা ওখানেই থাকি । সূক্ষবতনে সূক্ষ্ম দেবতারা থাকেন । ওখানে সৃষ্টি চক্র নেই । তারপর নীচে আসলে লক্ষী নারায়ণের মন্দির সেখানে সবথেকে বেশি জাঁকজমক । জগত অম্বা , জগত পিতার মন্দির এতো নেই । জগত অম্বার মন্দির তো একদম সাধারণ । তোমরা লক্ষীর মন্দির দেখো, আর জগত অম্বার মন্দির দেখো - - - দিন রাত্রির ফারাক । মানুষেরা এটাতো জানে না যে জগত অম্বাই লক্ষী হয়েছেন । তোমরা তো জানো যে—ইনিও অতি সাধারণ তাহলে তো এনার মন্দিরও অতি সাধারণ হবে । তাহলে চিত্রও সাধারণ বানানো হয়েছে । জগত অম্বাকে কোথাও কালো বানানো হয় । এখন তোমরা জানো যে সঙ্গমে আমরা রাজযোগ শিখে নিয়ে ভবিষ্যতে কত শোভনীয় লক্ষী, শ্রী নারায়ণ হয়ে যাবে । লেখাও আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা জ্ঞানের দ্বারাই হয়ে থাকে । এছাড়া গোমাতার মুখ থেকে অমৃত ইত্যাদি বেরোবার কথা তো হবেই না । কৃষ্ণকে বাবা সঙ্গমের সময় বর্সা দিয়ে থাকেন । সঙ্গমের সময় ওনারা শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে । এখন তো তোমরা জানো যে জগত অম্বাই লক্ষী হয়েছেন আর লক্ষীই ৮৪ জন্ম ধরে জগত অম্বা হয়ে থাকেন । এই হলো ব্রহ্মার কূল । তারপরে হয় দৈবীকূল । দৈবীকূলের সব আবার ৮৪ জন্ম নিয়ে অন্তিমে শুদ্র কূল হয়ে যায় । কত ভালো ভালো কথা । ধারণা না করতে পারলে বলবে বোকা বুদ্ধি । এমন অনেক সেনটেন্স আছে যা দিয়ে নিজেরাই ক্লাস চালাতে পারবে । গড ফাদার বলছেন যে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হও । সেবার যোগ্য বাচ্চাদের কত স্মরণ করা হয় , ডাকা হয়

। বাবাও এমন বাচ্চাদের স্মরণ করেন । স্কুলে তো কেউ বুদ্ধিমান আবার কেউ কম বুদ্ধির হয় । তাসত্বেও সবাই তো সন্তান । কিন্তু কেউ কেউ এতো পাপ করেছে যে পুণ্য আত্মা হতেই পারে না । বারে বারে পদচ্যুত হয়ে যায় । অনেক গুপ্ত খুশী থাকা প্রয়োজন । অন্ধের যষ্ঠী(লাঠি) কেবলমাত্র বাবাই হন আর কেউ হতে পারবে না। হে ! প্রভু অন্ধের যষ্ঠী তুমিই আছো । এখানে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত ভাবে ওষুধ দেওয়া হয় । জ্ঞান চক্ষুহীনকে অন্ধ বলা হয় । কলিযুগের রাত্রিতে শিববাবা আসেন। কৃষ্ণের রাত্রি হলে শিবেরও রাত্রি । এখন শিব তো পরমাত্মা , ওঁনার রাত্রি কখন ?

তোমরা জানো যে কলিযুগের অন্তিম আর সত্যযুগের আদিকেই রাত্রি বলা হয় । ভক্তি মার্গের ধাক্কা খেয়ে সব পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে , তারা বলে পরমাত্মা আদি অন্তহীন অথবা বলে আমরাই পরমাত্মা । কত বোঝানো হয় তোমাদের । কারোর কারোর সার্ভিসের অনেক শখ থাকে । বাবারও অনেক শখ আছে কিন্তু বাবা কোথায় যাবেন , এমন কোনো আইন নেই । পূত্রই বাবার প্রতিচ্ছবি । বাচ্চারা তো অনেক আছে । ঢের ঢের আসতে থাকবে । সারিবদ্ধ ভাবে বাইরে বসে থাকবে । যখন পোপ এসেছিলেন তখন অনেক মানুষ গেছিল। ইনি তো সবার পিতা । পোপকেও সদগতি করিয়ে দেবেন । একদম সত্যিকারের আশীর্বাদ তো বাবাই দেন । বি. কে দের তো সবাইকে আশীর্বাদ দিতে হবে । না বোঝার কারণে ওরা ভাবে যে আমরা আশীর্বাদ করি । এখানে যখন আসে তখন দেখে যে তারা বুঝতে পারে তারা আশীর্বাদ নেবার যোগ্য না অযোগ্য । পরমপিতা পরমাত্মার বুদ্ধিতে যা আছে তা কারোর বুদ্ধিতে নেই । বাবা বলেন এরা আসলে আমি এদের মুক্তি জীবন মুক্তি দিয়ে, দেব । মানুষ থেকে দেবতা বানিয়ে দেব। স্বর্গের চারাগাছ(sapling) লাগাতে হবে । আমি বুঝতে পারব কোন প্রকারের চারাগাছ লাগানো হচ্ছে । তোমরাও কেউ আসলে মুক্তি জীবন মুক্তি দিয়ে দেবে । সব বলে আমরা মুক্তি চাই । আচ্ছা -- মুক্তিধাম স্মরণ করলে পরে মুক্তি পেতে পারো । বাবাকে স্মরণ করলে অন্তিম কালে যেমন মতি হবে তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কমপক্ষে ৮ ঘন্টা এই স্মরণের সার্ভিসে থাকতে হবে । বাড়িতে সকলের সঙ্গে থেকেও অন্য সব সঙ্গ ছেড়ে এক - এর সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রচেষ্টা করে যেতে হবে ।

২) তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র হতে হবে, বোকা বুদ্ধির হবে না । বাবার মতন অন্ধের যষ্ঠী হয়ে সবাইকে মুক্তি জীবন মুক্তির পথ দেখাতে হবে ।

বরদান :- স্বতন্ত্র (ন্যারা) অবস্থায় স্থির থেকে সর্ব কার্য করার জন্য সকলের এবং পরমাত্ম ভালোবাসার অধিকারী ভবঃ

যেমন বাবা সবার থেকে আলাদা বা স্বতন্ত্র আর সবার পরমপ্রিয়, এই স্বতন্ত্রতাই (ন্যারাপন) পরমপ্রিয় করে দেয় । যত নিজের দেহ জ্ঞান থেকে (স্বতন্ত্র) আলাদা হতে থাকবে ততই প্রিয় হতে থাকবে । মাঝে মাঝেই প্র্যাকটিস করবে যে দেহে প্রবেশ করে কর্ম করেছ আর সাথে সাথেই স্বতন্ত্র (ন্যারা) হয়ে গেছো । এই রকম স্বতন্ত্র(ন্যারা) অবস্থায় স্থির থাকলে কর্মও খুব ভালো হবে । আর বাবার এবং সকলের প্রিয়ও হতে পারবে । পরমাত্ম ভালোবাসার অধিকারী হওয়া — কত লাভদায়ী হবে ।

স্লোগান :- শুভ ভাবনার জমা স্টক পরিপূর্ণ থাকলে, ব্যর্থ চিন্তায় ফুলস্টপ লেগে যাবে ।